দ্য ডিম রাম্বেল

আমার বন্ধু জর্জ আমাকে যা বলে তা বিশ্বাস না করার চেষ্টা করি। আর বিশ্বাস করিই বা কী করে, সে বলে তার সাথে দুই সেন্টিমিটার লম্বা দৈত্য অ্যাজাজেলের পরিচয় আছে। দৈত্যটির অপার্থিব শক্তি রয়েছে তবে তা সীমিত।

তারপরেও জর্জ তার নীল চোখে পলক না ফেলে অনর্গল এসব কথা বলে যায়। আমার মনে হয় এটা পুরনো নাবিকদের একটা রোগ।

এক সময় আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় ওই দৈত্যটা তাকে মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু জর্জ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না তা ঠিক নয়! ও যদি আমাকে কিছু দিয়ে থাকে, তা হচ্ছে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা, এটা ঠিক অ্যাজাজেলের সাথে দেখা করার আগেই আমার এই ক্ষমতা ছিল। বিখ্যাত লোকেরা আমার মতো তাদের দুঃখের কথা বলতে চায়। এবং সময় সময়—'

মাথা নেড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সে। 'সময়, সময়'। সে বলল, 'ওইসব কাহিনী আমার কাছে ভোঝা মনে হয়, কোনো রক্ত মাংসের মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। একবার এক মুহূর্তের জন্য, আমার সাথে হ্যানিবল ওয়েস্ট নামে এক লোকের দেখা হয়েছিল।'

আমি তাকে প্রথম দেখি [জর্জ বলল] যে হোটেলে আমি থাকি সেই হোটেলের লাউঞ্জে। তার ওপর আমার চোখ পড়েছিল এ কারণে সে হোটেলের একজন কম কাপড় পরিহিতা এক পরিচারিকাকে আমার দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছিল। আমার মনে হল, সে হয়তো ভেবেছে–আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। ওই দৃষ্টি বিনিময় থেকেই সে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল।

www.banglainternet.com

সে আমার টেবিলে এল, হাতে এক গ্লাস পানীয়, কিছু না বলে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। আমি আবার সৌজন্য দেখাতে পছন্দ করি, তাই তাকে উচ্ছ্বাস ও আবেগের সাথে শুভেচ্ছা জানালাম, সে সেটা শীতলভাবে নিল। তার সোনালি চুল মাথার সাথে লেপটে আছে বিবর্ণ চোখ এবং মুখটা ফ্যাকাসে, সব মিলিয়ে তার তাকানোতে কেমন একটা পাগলামো পাগলামো ভাব রয়েছে, যদিও সেটা আমার মনে হয়েছিল পরে।

'আমার নাম,' সে বলল, 'হ্যানিবল ওয়েস্ট আমি জিওলজির প্রফেসর। আমার গবেষণার বিষয় হলো স্পেলিওলজি। আপনি হয়তো স্পেলিওলজি কী তা নিশ্চয়ই জানেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম সে আমাকে তার বন্ধু হিসেবে ভাবছে। আমার মেজাজ গরম হচ্ছিল, কিন্তু তা প্রকাশ করলাম না। 'আমি সব অদ্ভুত শব্দ সম্পর্কে জানতে চাই,' আমি বললাম। 'স্পেলিওলজি মানে কী?'

'গুহা,' সে বলল। 'গুহা সম্পর্কে পড়াশুনা এবং গবেষণা করাকেই স্পেলিওলজি বলে। ওটাই আমার শখ স্যার। আমি সব মহাদেশের গুহাতে গিয়েছি শুধু অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া। বিশ্বের অন্য কারুর চেয়ে গুহা সম্পর্কে বেশি জানি।'

'খুব ভালো কথা,' আমি বললাম, 'এবং অদ্ভুতও বটে।' তার সঙ্গে আমার আলাপ এখানেই শেষ হয়েছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি পরিচারিকাকে আরেক গ্লাস পানীয় আনতে বললাম।

হ্যানিবল ওয়েস্ট সেটা বুঝতে পারল না। 'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল সে, 'আপনি ব্যাপারটাকে অদ্ভুত বলছেন এটা ঠিক। আমি এমন কতকগুলো গুহা আবিষ্কার করেছি যার কথা পৃথিবীর কেউ জানত না। আমি ভূগর্ভের এমন অনেক গুহায় গিয়েছি সেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন এর আগে পড়েনি। আমি গুটিকয়েক মানুষের ভেতর একজন সৌভাগ্যবান যেখানে কোনো পুরুষ কিংবা নারী অথবা অন্যকিছু গিয়েছে। আমি এমন বাতাস টেনেছি যা এর আগে কেউ টানেনি, আমি এমন দৃশ্য দেখেছি যা এর আগে কেউ দেখেনি এবং আমি এমন শব্দ শুনেছি যা এর আগে কোনো মানুষ শোনেনি– এবং আমি তারপরেও বেঁচে আছি।' বলতে বলতে সে কেঁপে উঠল।

আমার পানীয় এসে গেল এবং পরিচারিকা বঙ্কিম ভঙ্গিমায় পানীয়র গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিল তাতে আমি খুশি না হয়ে পারলাম না।

www.banglainternet.com

আমি বললাম, হয়তো নিজের মনকে বললাম, 'আপনি সত্যি ভাগ্যবান পুরুষ।'

'আসলে আমি তা নই,' ওয়েস্ট বলল। 'আমি একজন হতভাগ্য পাপী, ঈশ্বর যার ওপর মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভার দিয়েছেন।'

এবার আমি তাকে ভালো করে দেখলাম। তার চোখের উন্মত্ততার দ্যুতি আমাকে প্রায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিল। 'ওই গুহাতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওই গুহাতে,' শান্ত গলায় সে বলল। 'বিশ্বাস করুন। জিওলজির প্রফেসর হিসেবে আমি কী বলছি আমি তা জানি।'

আমি আমার এই জীবনে অনেক প্রফেসরের দেখা পেয়েছি যারা এই কথাটা জানতেন না, তারপরেও সেটা আর বললাম না।

হয়তো ওয়েস্ট আমার চোখ দেখে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই ব্রিফকেস থেকে একটা পেপার কাটিং বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'এখানে!' সে বলল, 'একবার তাকিয়ে দেখুন।'

আমি ওটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারলাম না। ওটা স্থানীয় কোনো পেপারের ছাপা তিন প্যারার একটা খবর। ডেটলাইনটা অমন, "একটি মৃদু গর্জন" এবং ডেটলাইন হল পূর্ব ফিস্কছিল, নিউইয়র্ক। তাতে লেখা আছে, স্থানীয় অধিবাসীরা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ করেছে যে তাদের এলাকায় অস্পষ্ট মৃদু এক ধরনের গুড়গুড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই শব্দে তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, বিশেষ করে শহরের কুকুর এবং বিড়ালের ভেতর বেশ অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। পুলিশ অবশ্য ব্যাপারটা পাত্তা দেয়নি, তারা বলেছে দূরে কোথাও মেঘের গর্জন ওটা। কিন্তু আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে ওইদিন ওই এলাকার আশেপাশে কোথাও কোনো মেঘের চিহ্ন ছিল না।

'আপনার কী মনে হয়?' ওয়েস্ট জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে হয় ওটা একটা গর্ণ বদহজমের ব্যাপার ছিল?'

সে এমনভাবে নাক সিঁটকালো যেন আমার মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তারপরেও যাদের পেটের গোলমাল আছে তাঁরা আমার মতামতকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

সে বলল, 'আমার কাছে একই ধরনের খবর ইংল্যান্ডের লিভারপুল। কলাম্বিয়ার বোগোটা, ইতালির মিলান, বার্মার রেঙ্গুন এবং বিশ্বের আরো অর্ধশত শহরের খবর আছে। আমি সেগুলো সংগ্রহ করেছি। সব জায়গা

www.banglainternet.com

থেকেই ওই গুড়গুড় শব্দ শোনার কথা বলা হয়েছে। সেই শব্দের সাথে অধিবাসীদের মাঝে এক ধরনের অস্বস্তি অনুভূত হয়েছে এবং প্রাণীগুলো পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছে। খবরগুলো সবই এসেছে দুইদিনের মধ্যে।'

'সারা বিশ্বজুড়ে একই ঘটনা ঘটেছে,' আমি বললাম।

'ঠিক তাই! বদহজমই বটে।' আমার দিকে তাকিয়ে চোখ উল্টাল। পানীয়তে চুমুক দিয়ে নিজের বুকে টোকা দিয়ে বলল, 'ঈশ্বর আমার হাতে একটা অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে অবশ্যই এর ব্যবহার জানতে হবে।'

'অস্ত্রটা কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সরাসরি জবাব দিল না সে। 'আমি হঠাৎ করে গুহাটা পেয়ে গেলাম,' সে বলল, 'যে সব গুহা সহজে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সবাই সেই সব গুহায় সহজেই যেতে পারে। যেখানে যাওয়ার পথ দুর্গম, লতাপাতায় ঢাকা, পাথর গড়িয়ে পড়ছে, জলপ্রপাতে ঢাকা, অচেনা তেমন একটি কুমারী গুহার সন্ধান পাওয়াটা রোমাঞ্চকর বটে। আপনি বলেছিলেন স্পেলিওলজি সম্পর্কে কিছুই জানেন না?'

'আমি অনেক গুহাতে ঢুকেছি,' আমি বললাম। 'ভার্জিনিয়ার লুরে গুহা—'

'বাণিজ্যিক গুহা!' ওয়েস্ট বলল, এদিক ওদিক তাকিয়ে থুথু ফেলার জন্য মেঝেতে জায়গা খুঁজল। ভাগ্যক্রমে সে পেল না।

'নতুন গুহা আবিষ্কারে স্বর্গীয় আনন্দটা আপনি জানেন না,' সে বলে চলল, 'কিভাবে পেলাম, কোথায় পেলাম সে বর্ণনাতে গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। সঙ্গীসাথী ছাড়া নতুন গুহা অনুসন্ধান করাটা বিপজ্জনক, কিন্তু আমি একাই এ ধরনের অভিযানে প্রায়ই যাই। এসব ব্যাপারে আমার মতো পারদর্শী খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর। আমি আবার সিংহের মতো সাহসী।

'এ ব্যাপারে আমি একা থাকায় সুবিধা হয়েছে, তা না হলে আমি যা কিছু আবিষ্কার করেছি তা আর কেউ পারত না। আমি কয়েকঘণ্টা ধরে ঘুরেছি এবং হঠাৎ আমি একটা বিশাল নীরব ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের ছাদে স্ট্যালকটাইটের এবং মেঝে স্ট্যালাগমাইট দিয়ে তৈরি। আমি স্ট্যালাগমাইটের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে এগুতে লাগলাম এবং আমি পেছনে দড়ি ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছিলাম যাতে পথ হারিয়ে না ফেলি।। এক

www.banglainternet.com

সময় আমি একটা পুরু স্ট্যালাগমাইটের চাঙড়ের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সম্ভবত স্ট্যালাগমাইটটি কোথাও থেকে ভেঙে পড়েছে। একপাশে প্রচুর চুনাপাথর লেগে আছে। ওটা ওভাবে কেন ভেঙে পড়েছে তা বলতে পারব না—হয়তো কোনো বড় জন্তুর কাজ ওটা, গুহার ভেতর লুকাতে এসে এই কাজটা করেছে কিংবা মৃদু ভূমিকম্পে আলগা হয়ে পড়ে গেছে।

'যেভাবেই হোক, চাঙড়টার উপরিভাগ বেশ মসৃণ এবং চকচকে। আমার হাতের টর্চের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল সেটা থেকে। আকৃতিগত দিক থেকে ওটা ড্রামের মতো দেখতে। ড্রামের মতো দেখতে বলেই হয়তো আমি এগিয়ে গিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে টোকা দিলাম।'

সে তার গ্লাসের বাকি পানীয়টুকু এক ঢোকে গিলে ফেলে বলল, 'ওটা একটা ড্রামই ছিল। কিংবা ওটার গঠনপ্রকৃতি এমন যে সেটা থেকে শব্দের কম্পন সৃষ্টি হয়। আমি টোকা দেওয়ার সাথে সাথে ঘরের ভেতরটা গুড়গুড় শব্দে ভরে গেল। অস্পষ্ট শব্দ, কোনো রকমে শোনা যাচ্ছিল। সাবসনিক পর্যায়ে শব্দটা হচ্ছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম ওই শব্দের পিচ এত বেশি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আমি এক ভগ্নাংশ শব্দ শুনতে পেরেছিলাম। আর বাকি শব্দের তরঙ্গ এত বিশাল যে সেটা আমার কানে ধরা না পড়লেও সেই শব্দের তরঙ্গাঘাতে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। এর ফলে আমার শরীরে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

'এর আগে আমি কখনো এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হইনি। আমার একটা টোকার শক্তি স্থায়ী ছিল মিনিটখানেক। এত শক্তিশালী শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হল কী করে? আমি ঠিক পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি ব্যাপারটা। তবে আমি নিশ্চিত যে ড্রামটার নিচে বিশাল কোনো শক্তি রয়েছে। এটা হতে পারে আমি মাগমার উত্তাপের ওপর টোকা দিয়েছি। যার ফলে সামান্য শক্তি শব্দে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাথমিক টোকার পর আরো শব্দ বের হতে সাহায্য করেছে—এক ধরনের সোনিক লেসার, কিংবা, আমরা যদি "লাইট" শব্দটার পরিবর্তে "সাউন্ড" ব্যবহার করি তাহলে আমরা ওটাকে "সেসার" বলতে পারি।'

আমি কঠিন সংযমের সাথে বললাম, 'এ ধরনের কোনো শব্দের কথা শুনিনি।'

'না, শুনিনি,' অস্বস্তির সাথে ভ্রুকুঁচকে বলল, 'আমি বলতে পারি শোনেনি। কেউই শোনেনি। জিওলজিক গঠনের ফলে এই প্রাকৃতিক

www.banglainternet.com

সেসার তৈরি হয়। কোনো দুর্ঘটনার ফলে এমন ঘটনা ঘটে না, লক্ষ বছরে একবার ঘটে। তাও হয়তো এই গ্রহের একটি স্থানেই ঘটেছে। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে অস্বাভাবিক ঘটনা।'

'একটা টোকা দিয়ে,' আমি বললাম, 'এত বড় সিদ্ধান্তটা নেওয়া ঠিক হবে না।'

'একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি আপনাকে অশ্বস্ত করতে চাই যে আমি একটা টোকাও দিইনি। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। আরো জোরে টোকা দিয়ে দেখেছি এবং সাথে সাথে বুঝতে পেরেছি এর ফলে আমার শরীরের ক্ষতি হতে পারে। আমি একটা ব্যবস্থা নিলাম, যাতে গুহার বাইরে থেকে সেসারের, যদি ওটাকে লঙডিসটেন্স যন্ত্র ভেবে থাকি, ওপর বিভিন্ন সাইজের ঢিল ছুঁড়ে দেখতে পারি। সিসমোমিটার ব্যবহার করে আমি দেখলাম ওটার কম্পন কয়েক মাইল দূর থেকে ধরা পড়ে। এমনকি আমি পরপর একসাথে অনেকগুলো পাথর ছুঁড়ে দেখেছি ক্রমে কম্পনের তীব্রতা বাড়তে থাকে।'

আমি বললাম, 'সেইদিনই কি পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ওই গুড়গুড় শব্দ শোনা গিয়েছিল?'

'ঠিক তাই,' সে বলল। 'দেখতে পাচ্ছি আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। পুরো পৃথিবীটা ঘণ্টার মতো বেজে উঠেছিল।'

'আমার তো মনে হয় তীব্র এক ভূমিকম্পের ফলে সেটা সম্ভব?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এই সেসার তার চেয়েও তীব্র কম্পন সৃষ্টি করে এবং এর নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যও আছে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এমন যে জীবকোষের ভেতর ক্রোমোজোমের নিউক্লিক এসিড পর্যন্ত নাড়া খায়।'

চিন্তিতভাবে আমি বললাম, 'তাহলে তো জীবকোষ মরে যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাবে। এভাবেই হয়তো ডাইনোসররা মারা গেছে।'

'আমি তো শুনেছি পৃথিবীতে গ্রহাণুর আঘাতের ফলে ওরা মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সাধারণভাবে ওটা ঘটাতে হলে গ্রহাণুটি হতে হবে বিশাল। কমপক্ষে দশ কিলোমিটার। এর ফলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ধূলিঝড়, তিন বছর শৈত্য প্রবাহ বইতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে কেন? কিছু কিছু প্রাণী মারা গেল অথচ অন্য প্রাণীরা বেঁচে গেল। এটা হতে পারে, ছোট খাটো একটা গ্রহাণু এসে সেসারকে আঘাত করেছিল এবং সেই শব্দের কম্পন এমন ছিল যে জীবকোষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপরেও নব্বইভাগ জীবকোষ মারা যেতে পারে এক মিনিটে পৃথিবীর আবহাওয়াগত

www.banglainternet.com

পরিবর্তনের ফলে। কিন্তু প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে আবার কিছু প্রাণী পারে না। এটা অবশ্য নির্ভর করছে নিউক্লিক এসিডের গঠনপ্রণালীর ওপর।'

'এবং তাই,' আমি বললাম, বুঝতে পারছিলাম এই উন্মাদ আসলেই বেশি সেরিয়াস, 'ঈশ্বর সেই অস্ত্রটাই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন?'

'ঠিক তাই,' তিনি বললেন। 'আমি হিসেব করে বের করেছি সেসারের উপর কতটা শক্তি প্রয়োগ করলে কত দীর্ঘ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং এখন আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কতটা তরঙ্গদৈর্ঘ্য-কম্পন হলে মানুষের কোষের ভেতর নিউক্লিক এসিডে নাড়া পড়ে।'

'মানুষ কেন?'

'মানুষ নয় কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল। 'পৃথিবীতে কোন্ প্রাণী জন্ম নিচ্ছে বেশি। পরিবেশ ধ্বংস করছে, অন্যপ্রাণীদের বিলুপ্ত করছে, এবং বায়োস্ফিয়ার রাসায়নিক দূষিত গ্যাসে পরিপূর্ণ করছে? কোন্ প্রজাতি পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে এবং পৃথিবীকে কয়েক যুগের ভেতর আবাসযোগ্য করে তুলতে? নিশ্চয়ই সেটা অন্য কোনো প্রাণী নয়, সেটা হল হোমো স্যাপিয়েনস। আর আমি যদি সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করতে পারি তাহলে আমি আমার সেসারকে ঠিক মতো ব্যবহার করে এক দুই দিনের ভেতর পৃথিবী থেকে মানুষ শূন্য করতে পারব, তবে অন্য প্রাণীর জীবকোষের ভেতর নিউক্লিক এসিডের কোনো ক্ষতি হবে না।'

আমি বললাম, 'আপনি বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষকে ধ্বংস করতে যাচ্ছেন?'

'ঈশ্বর তা বন্যা দিয়ে তো করছেন—'

'অবশ্যই, আপনি নিশ্চয়ই বাইবেলের গল্প বিশ্বাস করেন না—'

ওয়েস্ট বলল শান্ত গলায়, 'আমি একজন সৃষ্টিশীল জিওলোজিস্ট, স্যার।'

আমি সব বুঝতে পারলাম। 'ও,'ঃ আমি বললাম, 'ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি আর বন্যা পাঠাবেন না পৃথিবীতে কিন্তু তিনি শব্দ তরঙ্গ পাঠাবেন না তা তো বলেন নি।'

'ঠিক তাই! বিলিয়ন বিলিয়ন মৃতদেহ পৃথিবীর মাটিকে উর্বর করবে, যেসব প্রাণী মানুষের হাতে মার খেয়েছে তাদেরকে খাদ্য হিসেবে পরিবেশন করা হবে এবং এটাই তাদের ক্ষতিপূরণ। এরপরও কি মানুষ টিক যাবে? কিছু মানুষ আছে যারা নিউক্লিক এসিডে তৈরি এবং সোনিক ভাইব্রেশন অনুভব করে না, তারা টিকে যাবে। এরা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তারাই শুরু করবে সবকিছু নতুন করে।'

www.banglainternet.com

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাকে এসব বলছেন কেন ?' তাছাড়া উনি সব গোপন রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছেন সেটাও দেখার মতো।

সে সামনের দিকে ঝুঁকে আমার জ্যাকেটের কোনা টেনে ধরল—আমার জন্য ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হলেও, সে বলে চলল। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছে তার—বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি আমাকে একাজে সাহায্য করতে পারবেন।'

'আমি ?' আমি বললাম। 'আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিউক্লিক এসিড সম্পর্কে কিছুই জানি না, এবং–' কিন্তু ঠিক তখনই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি চলে আসাতে আমি বললাম তাঁকে, 'তারপরও এ নিয়ে ভাবলে আপনার জন্য একটা কিছু করতে পারব।' তারপর একটু নরম এবং আমার স্বভাবকৌতূহলী গলায় বললাম, 'আপনি কি আমার জন্য, স্যার, পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে পারবেন ?'

'কেন নয়, অবশ্যই, স্যার,' জবাব দিল সাগ্রহে মাথা নেড়ে। 'এদিকে আমি অঙ্কের হিসেব-নিয়ে বসি।'

আমি লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে বারটেন্ডারকে দশ ডলার দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ওই ভদ্রলোকটার দিকে নজর রাখবেন। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে যত খুশি ড্রিংক দিন, যদি প্রয়োজন পড়ে।'

আমি অ্যাজাজেলকে ডাকার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব সময় সঙ্গে রাখি এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সে আমার ঘরের বিছানার পাশে বাতির উপর গোলাপি আভা নিয়ে বসল।

বিরক্ত এবং চিকন গলায় সে বলল, 'আমি যখন সামিনির মন জয় করার জন্য পাসমারাটসো তৈরি করছিলাম ঠিক তখনই তুমি আমাকে বাধা দিলে।'

'সেজন্যে আমি দুঃখিত, অ্যাজাজেল,' আমি বললাম, 'আশা করি সে আমাকে পাসমাবাটসো অথবা সামিনির সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে দেরি করিয়ে দেবে না, সে ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না, 'কিন্তু আমি এই মুহূর্তে একটি জরুরি সমস্যা নিয়ে অল্প সময়ের জন্য এসেছি।'

'তুমি সব সময় তাই বল,' বিরক্তপূর্ণ গলায় সে বলল।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে আজকের পরিস্থিতি বর্ণনা করলাম। তাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হয়নি, সহজেই বুঝে গেল ব্যাপারটা। আমার মনে হয়

www.banglainternet.com

যেভাবেই হোক আমার চিন্তাভাবনা ও আগে থেকেই বুঝতে পারে, যদিও সে আমার চিন্তাজগতে ঢোকাটাকে অন্যায় মনে করে। তারপরেও দুই সেন্টিমিটার উচ্চতার এই দৈত্যের কথা কে বিশ্বাস করে। তাছাড়া তার নিজের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে সে বারবার সামিনির চিন্তাজগতে প্রবেশ করেছে, তাহলে কি এটা কোনো ছল চাতুরী? পাশাপাশি, আমি নিশ্চিত নই সে কি আমার চিন্তা জগৎকে অলঙ্ঘ্য না অসহ্য মনে করে।

'তুমি যার কথা বলছ সে কোথায় ?' তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল।

'লাউঞ্জে। বসে আছে—'

ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বের করে নিতে পারব। আমার মনে হয়, আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত হব কী করে ?'

'সাদা চুল, চোখের দৃষ্টি মরা—'

'না, না। তার মন সম্পর্কে বল।'

'উন্মাদ।'

'ও হ্যাঁ, এটা আগে বললেই তো হতো। আমি পেয়েছি—আজ দেখছি বাসায় ফেরার আগে স্টীম বাথ করে যেতে হবে। ও তো তোমার চেয়েও খারাপ।'

'কিন্তু মনে করো না। ও কি সত্যি কথা বলছে ?'

'সেসার সম্পর্কে ?—ওটা তো একটা চালাকি বলেই মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা!'

'তবে এটা একটা শক্ত প্রশ্ন। আমি আমার এক বন্ধুকে সব সময় বলে থাকি, যে আবার নিজেকে একজন স্পিরিচ্যুয়াল লিডার বলে ভাবে : সত্যি কি ? তোমাকে বলছি ; সে ওই লোকের কথাকে সত্য বলেই বিশ্বাস করছে। সে এটা বিশ্বাস করে। মানুষ যা বিশ্বাস করে যতটাই বিশ্বাস করুক, তার সবটা সত্য নয়। তুমি নিশ্চয়ই তোমার জীবন থেকে এই কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে।'

'হ্যাঁ করছি। কিন্তু কোন্ বিশ্বাস বাস্তব সত্য থেকে আর কোন্‌টা না সেটা বোঝার কোনো পথ কি নেই ?'

'বুদ্ধিমানদের পক্ষে সম্ভব। মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি তো এই মানুষটাকে বিপজ্জনক বলে ভাবছই। আমি ওর মাথায় কিছু অণু-পরামাণু পরিবর্তন করে দিব, এবং এর ফলে সে মারা যাবে।'

www.banglainternet.com

'না, না,' আমি বললাম। এটা হয়তো আমার একটা বাজে দুর্বলতা তারপরেও আমি খুনোখুনির মধ্যে যেতে চাই না। 'তুমি কি ওর মাথার ভেতরের অণু-পরমাণু আবার নতুন করে পাল্টে দিতে পার যার ফলে সে সেসার-এর সব কিছু ভুলে যাবে।'

অ্যাজাজেল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চিকন শব্দ করে। 'সেটা করাটা খুবই শক্ত। ওই অণুগুলো খুব ভারী এবং গায়ে গায়ে লাগানো। আসলে, তাকে শেষ করে দিচ্ছি না কেন—'

'না তুমি ওটাই করো,' আমি বললাম।

'ওহ্, বেশ বেশ,' অ্যাজাজেল বলল। তারপর কী সব করতে লাগল এবং আমাকে দেখিয়ে সে বোঝাতে চাচ্ছে কাজটা কত শক্ত। কাজ শেষে সে বলল, 'কাজ হয়ে গেছে।'

'বেশ একটু অপেক্ষা করো। আমি ব্যাপারটা দেখেই আবার ফিরে আসছি।'

দ্রুত নিচে নেমে দেখি হ্যানিবল ওয়েস্টকে আমি যেখানে রেখে এসেছিলাম সেখানেই বসে আছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বারটেন্ডার আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'কোনো ড্রিংক্সের দরকার হয়নি, স্যার।' আমি ওকে আরো পাঁচ ডলার দিলাম।

ওয়েস্ট আমাকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'এই যে আপনি এসেছেন।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'আপনার কথাটা নিয়ে ভেবেছি। তবে আপনার সেসার নিয়ে সমস্যার একটা সমাধান আমি পেয়েছি।'

'কিসের সমস্যার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল সে, স্পষ্টতই সে ধাঁধায় পড়েছে।

'ওই যে আপনি স্পেলিওলজি অভিযানের সময় যার সন্ধান পেয়েছিলেন।'

'স্পেলিওলজি অভিযান?'

'গুহা আবিষ্কার।'

'স্যার,' ওয়েস্ট ভ্রু কুঁচকে বলল। 'আমার এই জীবনে আমি কোনোদিন কোনো গুহায় ঢুকিনি। আপনি কি পাগল হয়েছেন?'

'না তা ঠিক না, তবে এই মাত্র আমার একটা জরুরি মিটিং-এর কথা মনে পড়ল। বিদায় স্যার। সম্ভবত তারপর আর আমাদের দেখা হবে না।'

www.banglainternet.com

আমি দ্রুত ঘরে ফিরে এলাম। অ্যাজাজেল তার নিজের জগতের যন্ত্রসংগীত বাজাচ্ছিল।

'ওর স্মৃতি একবারে নষ্ট হয়ে গেছে,' আমি বললাম, 'আমার মনে হয় চিরদিনের জন্যে।'

'অবশ্যই,' অ্যাজাজেল বলল। তবে এখন আমাদের সেসার সম্পর্কে জানতে হবে। ওটার গঠনপ্রকৃতি এত নিখুঁত যে, পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ তাপের সাহায্যে শব্দকে বাড়াতে পারে। ওটার যে কোনো ছোটখাটো পরিবর্তন ঘটিয়ে হয়তো আমি সেসারের কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারব। আসলে ওটা কোথায় আছে?'

আমি ওর দিকে চমকে তাকালাম। 'আমি সেটা কেমন করে বলব?' আমি বললাম।

সেও আমার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু আমি তার ছোট মুখ দেখে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। 'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা না নিয়েই আমাকে ওর স্মৃতি নষ্ট করতে বলেছ?'

'ওই ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল না।' আমি বললাম।

'কিন্তু, সত্যি সত্যি সেসার যদি থাকে– যদি লোকটার বিশ্বাস সত্যি হয়ে থাকে—আর যদি কোনো মানুষ যদি না বুঝে তাতে আঘাত করে কিংবা বড় কোনো প্রাণী অথবা উল্কা ওটার ওপর পড়ে তাহলে যে কোনো সময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

'হায় ঈশ্বর!' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমার মনঃকষ্ট তাকে স্পর্শ করল এবং সে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, বন্ধু। ভালো দিকটার কথা ভাব। খারাপ দিকটা হল মানবজাতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু মানবজাতি। মানুষ বলেই এটা ঘটবে তা নয়।'

এই পর্যন্ত বলে সে থামল, তারপর জর্জ বলল হতাশ গলায়, 'তাহলে ব্যাপারটা হল এই। আমি যা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে পৃথিবী যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

'ননসেন্স,' আমি প্রায় রেগে বললাম। 'আর তুমি হ্যানিবল ওয়েস্ট সম্পর্কে যা বললে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তুমি যদি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ তাহলে বলব সে একটা মানসিক রোগী।'

www.banglainternet.com

জর্জ আমার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। এক মুহূর্ত আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল তারপর বলল, 'আমি কিন্তু অ্যাজাজেলের সামিনির কথা বিশ্বাস করতে বলিনি। তারপরেও তুমি এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

ওয়ালেট থেকে ছোট্ট একটা পেপার কাটিং বের করল। ওটা গতকালকের নিউইয়র্ক টাইমসের কাটিং এবং তার শিরোনামে লেখা আছে "অস্পষ্ট গুড়গুড় শব্দ"। তাতে লেখা আছে, ফ্রান্সের গ্রেনোবল শহরের অস্পষ্ট গুড়গুড় শব্দে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

'এর একটা ব্যাখ্যা আছে, জর্জ,' আমি বললাম, 'তুমি প্রতিবেদনটা পড়ে ওই চাপাবাজি গল্পটা বানিয়েছ।'

এক মুহূর্তের মধ্যে জর্জ রাগে জ্বলে উঠল, কিন্তু যখন আমি দেখলাম বিল হাতে ওয়েট্রেস দাঁড়িয়ে তখন জর্জ শান্ত হয়ে গেল। এবং বিদায়ের জন্য আমরা করমর্দন করলাম বন্ধু হিসেবেই।

এবং তারপর থেকে আমার রাতে ঘুম ভালো হল না। ঠিক রাত ২.৩৩ মিনিটে আমি জেগে উঠে বসলাম এবং হলপ করে বলতে পারি একটা অস্পষ্ট গুড়গুড় শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে দিয়েছিল।

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

www.banglainternet.com